৭। স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১।

১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি অধ্যাদেশ।

যেহেতু স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ;

সেইহেতু, এক্ষণে, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের ঘোষণা অনুসারে, এবং রাষ্ট্রপতিকে তদুদ্দেশ্যে সমর্থ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি অর্পিত ক্ষমতা বলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতেছেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনাম, কার্যকরতার সীমা ও প্রবর্তন**—(১) এই অধ্যাদেশ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে যে তারিখ নির্ধারণ করেন সেই তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা—বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গ বিশেষে প্রতিকূল কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) "সংস্থা" বলিতে স্বেচ্ছাসেবী কোন সমাজকল্যাণ সংস্থাকে বুঝাইবে এবং অনুরূপ যে কোন সংস্থার শাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(খ) "পরিচালকমন্ডলী" বলিতে এইরূপ পরিষদ, কমিটি, ট্রাস্টিবৃন্দ বা অন্য কোন সংস্থাকে বুঝাইবে, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহার উপর সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী উহার নির্বাহী কার্যসমূহ ও ব্যবস্থাপনা অর্পিত হইয়াছে ;

(গ) "নির্ধারিত" বলিতে ১৯ ধারা অনুযায়ী প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে ;

(ঘ) "রেজিস্টার" বলিতে ৪ ধারা অনুযায়ী রক্ষিত রেজিস্টার বুঝাইবে এবং রেজিস্ট্রিকৃত বলিতে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত বুঝাইবে ;

(ঙ) "রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের যাবতীয় বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন অফিসারকে বুঝাইবে;

(চ) "স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা" বলিতে তফসিলে বর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কল্যাণমূলক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণের চাঁদা, দান বা সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল কোন প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা অনুরূপ কোন প্রকল্পকে বুঝাইবে।

৩। **রেজিষ্ট্রিকরণ, ব্যতীত কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা উহা চালু রাখা নিষেধ**—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতিত কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা উহা চালু রাখা যাইবেনা।

৪। **রেজিষ্ট্রিকরণ, ইত্যাদির জন্য দরখাস্ত**—(১) কোন ব্যক্তি কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে এবং কোন ব্যক্তি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান চালু রাখিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া উহার গঠনতন্ত্রের অনুলিপি ও নির্ধারিত অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ সহ রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

(২) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত পাইবার পর উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন বা সঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

(৩) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত মঞ্জুর করিলে দরখাস্তকারীকে নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিষ্ট্রিকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৪) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ (৩) উপ-ধারার অধীনে প্রদত্ত সার্টিফিকেটসমূহ সম্পর্কে নির্ধারিত বিবরণাদি সংবলিত একটি রেজিষ্ট্রার রাখিবেন।

(৫) **সংস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ এবং উহা চালু রাখা**—(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখে সংস্থা বিদ্যমান ছিল না এমন সংস্থা কেবল ৪ ধারার (৩) উপ-ধারা অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করিবার পর প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

(২) পূর্ব হইতে বিদ্যমান কোন সংস্থা এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিককাল চালু রাখা যাইবে না, যদি উক্ত তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ৪ ধারার (১) উপ-ধারা অনুযায়ী উহা রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য কোন দরখাস্ত করা না হইয়া থাকে।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন বিদ্যমান সংস্থা সম্পর্কে উপরিউক্ত প্রকারে দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত দরখাস্ত প্রত্যাখান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে (২) উপ-ধারায় বর্ণিত ছয় মাস সময়ের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, দরখাস্তটি প্রত্যাখান করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত অথবা ৬ ধারার অধীনে কোন আপীল দায়ের করা হইলে উক্ত আপীল অগ্রাহ্য না হওয়া পর্যন্ত, সংস্থাটি চালু রাখা যাইবে।

৬। **আপীল**—যদি রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রিকরণের দরখাস্ত প্রত্যাখান করেন, তাহা হইলে আবেদনকারী রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা কার্যকর করা হইবে।

৭। **রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাসমূহ কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী**-(১) প্রত্যেক রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা—

(ক) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রকারে পরীক্ষিত হিসাব রাখিবে ;

(খ) নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট বার্ষিক রিপোর্ট ও পরীক্ষিত হিসাব দাখিল করিবে এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উহা প্রকাশ করিবে ;

(গ) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ পৃথকভাবে উহার নিজ নামে জমা রাখিবে :

(ঘ) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের সময় সময় প্রয়োজন হইতে পারে এমন হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য নথিপত্র সংক্রান্ত বিবরণী রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

২। রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ, অথবা তৎকর্তৃক এতৎসম্পর্কে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন অফিসার সঙ্গত যে কোন সময়ে সংস্থার হিসাব-নিকাশের বই ও অন্যান্য নথিপত্র, সংস্থার ঋণপত্রসমূহ, নগদ টাকা অন্যান্য সম্পত্তি এবং তৎসংক্রান্ত সকল দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৮।**রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার গঠনতন্ত্রের সংশোধন**—(১) রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনই বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি উহা রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন না করিয়া থাকেন। অনুমোদনের উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট সংশোধনীর একটি প্রতিলিপি প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) যদি রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন যে, গঠনতন্ত্রের সংশোধনী এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহের কোন বিধানের পরিপন্থী নহে তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উপযোগী বিবেচনা করিলে, সংশোধনীটি অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনী অনুমোদন করেন সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংস্থাকে সংশোধনীর একটি প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করিবেন। উক্ত প্রত্যায়িত অনুলিপিটি যে যথাযথভাবে অনুমোদিত হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাসমূহের পরিচালকমন্ডলী সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণ বা উহার বিলোপসাধন**—(১) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ উহার বিবেচনায় উপযুক্ত তদন্ত পরিচালনা করিবার পর যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা উহার তহবিলের সম্পর্কে কোন অনিয়মানুবর্তিতা বা উহার কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন কুশাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী অথবা অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহ পালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ বলে পরিচালকমন্ডলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) **যেক্ষেত্রে**—(১) উপ-ধারার অনুযায়ী কোন পরিচালকমন্ডলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ একজন প্রশাসক অথবা অনধিক পাঁচ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি তত্ত্বাবধায়কমন্ডলী নিয়োগ করিবেন। উক্ত প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়কমন্ডলীর সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলীর ন্যায় সমুদয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) **রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ**—(১) উপ-ধারার অধীন সাময়িক বরখাস্তের প্রত্যেক আদেশ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনধিক পাঁচ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্যদের নিকট পেশ করিবেন। পর্যদ পরিচালকমন্ডলীকে পুনর্বহাল অথবা উহার বিলুপ্তি এবং পুনর্গঠন সম্পর্কে আদেশ দান করিতে পারিবেন।

(৪) (৩) উপ-ধারার অধীনে যে পরিচালকমন্ডলীর বিরুদ্ধে বিলুপ্তি এবং পুনর্গঠনের আদেশ প্রদান করা হয় সেই পরিচালকমন্ডলী উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

১০। **রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার বিলুপ্তি**—(১) যদি কোন সময় রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা উহার গঠনতন্ত্রের প্রতিকূল, অথবা এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা তদধীন প্রণীত বিধিসমূহের পরিপন্থী, অথবা জনগণের স্বার্থ বিরোধী কোন কার্য করিতেছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত সংস্থাকে নিজ বিবেচনায় সংগত শুনানীর সুযোগ দান করিয়া, সরকারের নিকট তৎসম্পর্কে একটি রিপোর্ট দান করিবেন।

(২) উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর সরকার যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংস্থার বিলোপসাধন প্রয়োজন বা সংগত, তাহা হইলে সরকার আদেশ দিতে পারেন যে, আদেশে উল্লিখিত তারিখে এবং উক্ত তারিখ হইতে সংস্থাটি বিলুপ্ত হইবে।

১১। **রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তি**—(১) কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার পরিচালকমন্ডলী বা উহার সদস্যগণ উহার বিলোপসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার বিলোপসাধনের প্রস্তাব করা হইলে উক্ত সংস্থার অন্যূন তিনপঞ্চমাংশ সদস্য উহার বিলোপসাধনের আদেশ দানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত প্রকারে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) আবেদন পত্রটি বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর সরকার যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংস্থার বিলোপসাধন করা সংগত, তাহা হইলে সরকার আদেশ দিতে পারিবেন যে, আদেশে উল্লিখিত তারিখে এবং উক্ত তারিখ হইতে সংস্থাটি বিলুপ্ত হইবে।

১২। **বিলুপ্তির ফলাফল**—(১) যে ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন সংস্থা বিলুপ্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উহার বিলুপ্তি আদেশ কার্যকর হয় সেই তারিখে এবং সেই তারিখ হইতে উহার রেজিষ্ট্রিকরণ বাতিল হইয়া যাইবে, এবং সরকার—

(ক) যে ব্যাংক বা ব্যক্তির নিকট সংস্থার টাকা, ঋণপত্র বা অন্যবিধ সম্পদ রহিয়াছে সেই ব্যাংক বা ব্যক্তিকে সরকারের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত টাকা, ঋণপত্র বা সম্পদ হস্তান্তর না করিবার আদেশ দিতে পারিবেন ;

(খ) সংস্থার কাজকারবার গুটাইবার জন্য সংস্থার পক্ষে মামলা এবং অন্যবিধ আইনানুগ কার্যধারা দায়ের করিবার ও উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার ক্ষমতা দান করিয়া এমন কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি তদুদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত আদেশাবলী দান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ; এবং

(গ) সংস্থার সমস্ত ঋণ ও দায় মিটাইবার পর কোন অর্থ, ঋণপত্র সম্পদ অবশিষ্ট থাকিলে, উহা উক্ত সংস্থার ন্যায় একই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন এমন কোন সংস্থাকে আদেশ দান করিতে পারিবেন যে সংস্থার নাম আদেশে বর্ণিত হয়।

(২) (১) উপধারার (খ) দফার অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, আবেদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক সেই প্রকারে বলবৎ হইবে যেই প্রকারে ঐ আদালতে ডিক্রী বলবৎ হয়।

১৩। **দলিল-দস্তাবেজ, পরিদর্শন ইত্যাদি**—যে-কোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থার যে-কোন দলিল পরিদর্শন করিতে, অথবা উহার কোন প্রতিলিপি বা উদ্ধৃতাংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৪। **শাস্তি ও কার্যপদ্ধতি**—(১) যে ব্যক্তি—

(ক) এই অধ্যাদেশের যে-কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করে, অথবা

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীনে রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য কোন দরখাস্তে, অথবা রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত বা সাধারণের অবগতির জন্যে প্রকাশিত কোন রিপোর্টে বা বর্ণনায় কোন মিথ্যা বিবৃতি বা বিবরণ দান করে,

সেই ব্যক্তি এইরূপ কারাদণ্ডে দন্ডনীয় হইবে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে, অথবা এইরূপ অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবে, যাহার পরিমাণ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দন্ডনীয় হইবে।

(২) যে-ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী অপরাধকারী ব্যক্তি কোন কোম্পানী, বা অন্যবিধ সম্মিলিত সংস্থা, বা কোন জন সমিতি, সেই ক্ষেত্রে উহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব এবং অন্য অফিসার উক্ত অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি প্রমাণ করিতে না পারেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতে বা সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে।

(৩) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক তৎসম্পর্কে ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন অফিসার লিখিতভাবে অভিযোগ না করিলে কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধের বিচারের ভার গ্রহণ করিবেন না।

১৫। **অব্যাহতি**—কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে সরল বিশ্বাসে কোন কিছু করিতে বা করিবার মনস্থ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযোগ বা অন্যবিধ আইনানুগ কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করা যাইবে না।

১৬। **তফসিল সংশোধন করিবার ক্ষমতা**—সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সরকার সমাজকল্যাণমূলক কার্যের যে কোন শাখা তফসিলভুক্ত করিবার বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার জন্য তফসিল সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৭। **রেহাই দেওয়ার ক্ষমতা**—সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা কোন সংস্থা বা সংস্থার শ্রেণীবিশেষকে সরকার এই অধ্যাদেশের সকল বা কোন বিশেষ বিধানের কার্যকরতা হইতে রেহাই দিতে পারিবেন।

১৮। **ক্ষমতা অর্পণ**—সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সাধারণভাবে, বা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোন বিশেষ সংস্থা বা সংস্থা শ্রেণী সম্পর্কে, এই অধ্যাদেশের অধীন উহার সমুদয় বা বিশেষ কোন ক্ষমতা উহার কোন অফিসারকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৯। **বিধিসমূহ**— সরকার এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

তফসিল

[২ ধারার (চ) উপ-ধারা দ্রষ্টব্য]

(১) শিশু কল্যাণ।

(২) যুব কল্যাণ।

(৩) নারী কল্যাণ।

(৪) শারীরিক ও মানসিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ।

(৫) পরিবার পরিকল্পনা।

(৬) সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে চিত্ত-বিনোদন কর্মসূচী।

(৭) নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৮) কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন।

(৯) কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ।

(১০) ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের কল্যাণ।

(১১) সামাজিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ।

(১২) রোগীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন।

(১৩) বৃদ্ধ ও দৈহিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ।

(১৪) সমাজকল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ।

(১৫) সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন।